সরকারী চাকুরীর দিন শেষ, বিজেপি-আইপিএফটি-র প্রথম বাজেটেই স্পস্ট

- জয়ন্ত দেবনাথ

সরকারী চাকরী নয়, দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে স্বরোজগারীর সংখ্যা বৃদ্ধিই যে নয়া বিজেপি আই পি এফটি জোট সরকারের লক্ষ্য, নয়া সরকারের প্রথম বাজেটেই তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেল। রাজ্যর প্রথম উপজাতি অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার বাজেটে ভাষণে সরকারী ক্ষেত্রে চাকুরী প্রদান সম্পর্কে একটি কথাও নেই। যদিও বিজেপি আই পি এফটি–র ভিসন ডকুমেন্টে ভোটে জিতে আসলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে ৫০ হাজার শূন্যপদ রয়েছে তা প্রথম এক বছরের মধ্যেই পূরণের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ভোটে জেতার পর থেকে বিজেপি-আইপিএফটি-র নেতা মন্ত্রীরা আর সরকারী চাকুরীর কথা খুব বেশী বলতে পারছেননা। কেননা, বাজেট বিশ্লেষণে দেখা গেছে রাজ্য বাজেটের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী টাকাই খরচ হয়ে যাচ্ছে শুধু সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান করতে । শুধু তাই নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচের পর গ্রামোন্নয়ন কিংবা শিল্প পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিল্প বা অন্যান্য পরিকাঠামো খাতের জন্যে ২৫% টাকাও রাখা যায়নি । তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনক্রম দিতে গিয়ে বছরে কম করেও দেড় হাজার কোটি অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন। উদ্ভত অবস্থার প্রেক্ষিতে আপাতত সরকারী দপ্তরে নয়া নিয়োগের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া নয়া মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অর্থমন্ত্রীর অন্য কোন উপায়ও ছিলনা। তার বদলে কৃষি, পর্যটন, শিল্প ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে অন্য যে একটি বিষয়ে নয়া সরকারের বাজেটে খুব বেশী জোরের সাথে কিছু বলতে দেখা যায়নি তা হল দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি বেসরকারি স্তরে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে স্থানীয় সম্পদকে ভিত্তি করে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প স্থাপন। নিয়ম রক্ষার্থে এক্ষেত্রে বাঁশ বেত, হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রচার প্রসারের কথা বলা হলেও বস্তত পক্ষে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার সবকয়টি প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদি। তথ্য প্রযুক্তি, বাঁশ বা রাবার ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি এমন একটি কর্ম পরিকল্পনার কথাও বলা নেই যার থেকে বেকার যুবক যুবতীরা খুব সহশায় কিছু একটা ভাল রোজগার পেতে পারে। বেকার সমস্যার সমাধানের নামে বিগত সরকারও এত দিন এসব কথাই বলেছে।

শুধু তাই নয়, স্কিল ট্রেনিং কিংবা দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের স্থানীয় পর্যায়ে কিংবা বহিঃরাজ্যে পাঠিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হলেও এক্ষেত্রেও খুব আশা ব্যাঞ্জক কোন দিশা দেখাতে পারেনি যীষ্ণু দেববর্মার প্রথম বাজেট। এক্ষেত্রে সরকারী স্তরে চাকরীর সুযোগ যে সীমিত হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় প্রমান হল সার্বজনীন পেনশন সুবিধা বাতিল। একই সঙ্গে ভিশন ডকুমেন্টে বর্নিত অনিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের নিয়মিতকরনেও বাজেটে কিছুই বলা হয় নি। উল্টো অর্থ দপ্তরের অনুমোদনহীন সহস্রাধিক সরকারী কর্মচারীর চাকরী থাকবে কিনা সংশয় তৈরী হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী যীষ্ণু দেববর্মার তার ৪৮ পৃষ্ঠার বাজেট ভাষণে যা বলেছেন তার আশি শতাংশ কাজকর্মই পুরাতন সরকারের চালু বিভিন্ন প্রকল্প তা পরিকাঠামোর উন্নয়নই হোক কিংবা রেল, বিমান, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই পুরনো প্রকল্পগুলির কথা নতুন করে বলা হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নয়া মুখ্য কিংবা অর্থমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার তিনমাসের মধ্যেই যেভাবে একটি সর্ব জনমোহিনী বাজেট তৈরীর চেস্টা করেছেন তাতে আগামী দিনে রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার মান উন্নয়নে একটা অধীর ইচ্ছা ও

আগ্রহের ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। পুরনো প্রকল্প বা কাজকর্মগুলিকে চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার তাদের প্রথম বাজেটে যে কটি নয়া বিষয় উপস্থাপন ও রুপায়নের কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে-

- আইনের শাসন ও প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি এ রাজ্যেও কার্যকর করা হবে
- ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা হবে।
- জাইকা ও আই জি ডি সি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কার্যকর করা হবে।
- এম জি এন রেগা প্রকল্পে ১০০০০ একর এলাকায় বাঁশ ও বাগিচা ফসলের চাষ ও উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই এ এস পরীক্ষার প্রস্তুতিতে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের দিল্লী ও আগরতলাতে ফ্রি কোচিং দেওয়া হবে।
- প্রত্যন্ত দুর্গম (Distress Para) এলাকায় বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান করা হবে।
- আয়ুস্মান ভারত স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পে রাজ্যের ৭১% মানুষকে স্বাস্থ্য বীমার সুবিধা দেওয়া হবে।
- ১০২ এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অভিযোগ নথিভুক্ত করতে ১০৪ হেলথ হেল্পলাইন পরিষেবা চালু করা হবে।
- শিক্ষার গুনগত উন্নয়নে রাজ্যের শিক্ষকদের তথ্য ও প্রযুক্তি (ICT) ভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ধর্মনগর, বিলোনীয়া ও আগরতলায় (দুটি) চারটি বি এড কলেজ স্থাপন করা হবে।
- বহিঃ রাজ্যে বি এড পড়তে সরকার আর্থিক সহায়তা দেবে।
- এন আই টি আগরতলা চত্বরে একটি ত্রিপল আই টি স্থাপন করা হবে।
- শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় কৃতীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশীল পুরস্কার চালু করা হবে।
- খোয়াই, ধলাই ও সিপাহিজলায় জেলা আদালত স্থাপন করা হবে।
- অতি পুরানো অসময়োপযোগী কিছু আইন বাতিলে কমিটি গঠন করা হবে।
- ২০১৮ - এর ১৬ই আগস্টের মধ্যে রাজ্যকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যে উন্নীত করা হবে।
- বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।
- শহরের বন্যা নিয়ন্ত্রণে একশ ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়া নদীর উৎস বড়মুড়া পাদদেশে দুটি জলাধার নির্মাণ করা হবে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে জাতীয় সড়কে বিশেষ পেট্রোলিং ব্যবস্থা সহ ট্রাফিক বিধি কঠোরভাবে লাঘু করা হবে।
- বিধানসভা এলাকার উন্নয়নে বিধায়কদের সুপারিশে বছরে ৩৫ লাখ টাকার কাজ করা হবে।
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে।
- মাতারবাড়ী, তৃষ্ণা, সিপাহীজলা, ঊনকোটি, ছবিমুড়ার পরিকাঠামো উন্নত করা হবে।
- পর্যটকদের ফরেস্ট গেস্ট হাউজ গুলিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে।
- চা বাগানগুলিতে পর্যটক আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- অন্য উৎপাদনশীল কাজেও চা বাগানের জমি ব্যবহারে অনুমতি দেওয়া হবে।
- পর্যটন শিল্পকে সামনে রেখে সরকার আবগারী শুল্ক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেবে।
- ই-স্টাম্পিং এবং ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে ।
- গত ২৫ বছরে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠানকে যে সমস্ত সরকারী জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হবে ।
- দুটি ইন্ডিয়ান রিজার্ভ(IR) ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা হবে ।
- আরক্ষা প্রশাসনের চাকুরীতে ১০% মহিলাদের নিয়োগ করা হবে ।
- অপরাধ দমনে পুলিশের একটি ‘ক্রাইম ব্রাঞ্চ’ গঠন করা হবে ।
- শিল্পে বিনিয়োগ টানতে ‘The Tripura Industrial (facilitation) Act 2018’ চালু করা হবে।

- বিভিন্ন রেজিস্ট্রেশান, লাইসেন্স প্রদানে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমের সুবিধা দেওয়া হবে।
- ১.৪০ লাখ যুবক যুবতীকে দক্ষতা বিকাশে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হবে।
- কৃষি, উদ্যান চাষ, পরিষেবা ক্ষেত্রে, হস্ততাঁত, হস্তকারু এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরন ক্ষেত্রে স্কিল ট্রানিং-এ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- বনভূমি, খাসভূমি সহ অন্যান্য খালি জমিতে ব্যাপক বাঁশ চাষ করা হবে। এবং বাঁশ চাষে সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে।
- কলেজে পাঠরত ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে স্মার্টফোন দেওয়া হবে।
- মুখ্যমন্ত্রীর জনদরবার জেলাস্তরেও আয়োজিত হবে।
- প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, রোজগার যোজনা, জনধন যোজনা, সুরক্ষা বীমা যোজনা, জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া প্রকল্পগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে রুপায়ন করা হবে।
- সর্বক্ষেত্রেই সরকারী কেনাকাটায় ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সরকারী সম্পদকে চিহ্নিত করে তার আর্থিক মূল্য নির্ধারণে এসেট ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হবে।
- এখন থেকে সরকারী চাকুরীতে নয়া নিযুক্তি প্রাপ্তরা ভারত সরকারের পেনশন প্রকল্প ২০০৪ অনুযায়ী পেনশন পাবেন।
- দক্ষ অফিসার কর্মচারীদের উৎসাহ দিতে মুখ্যমন্ত্রী সিভিল সার্ভিস এওয়ার্ড চালু করা হবে।
- ভার্মা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৭ম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেতনভাতা দেওয়া হবে।
- অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০০ টাকা করা হবে।
- রাজ্যের রুগ্ন কর্পোরেশনগুলিকে পুনঃরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পেশাদারি সংস্থা দিয়ে তথ্য তল্লাস করা হবে।
- রাজ্যে এগ্রি এন্ড ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ককে সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে মার্জ করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়।

তবে উল্লেখিত ৪৭ দফা নয়া কর্ম পদ্ধতি গুলি রূপায়ন আগামী এক বছরের মধ্যে কতটা সম্ভব এনিয়ে সংশয় সন্দেহ থাকলেও গত ২৫ বছরের তোলনায় এক্ষেত্রে নয়া সরকার যে একটা মুন্সিয়ানা দেখানোর জোর চেষ্টা করেছে এটা বলাই বাহুল্য।

(লেখক একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট ও ত্রিপুরাইনফো ডটকম-এর পরিচালন প্রধান)